ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 979-984
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.093

অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে জগতের কারণতা উপপাদন: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

প্রশান্ত মাঝি, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2025; Send for Revised: 18.03.2025; Revised Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This world is another widely studied subject of philosophy like matter, life, mind, sense-organs, soul and Supreme Soul. Although the nine philosophical school in Indian Philosophy like the nine Planets in the sky is discussed about the world, the exceptional thinking of Advaita Vedanta Philosophy regarding the world is a novel matter. Because Advaita Vedantas holds the opinion that Brahman is true, the world is false and the soul and Brahman are identical. In view of such a conclusion of Advaita Vedanta, the questions that arise in our mind are - if everything is Brahman and if Brahman is the only true object, then what is this constantly changing world? And what is the cause of this visible world? Since in the world of philosophical thought, everything is bound by the chain of cause and effect. In the present article, an attempt will be made to establish that Brahman is both the efficient cause and material cause of the world thorough analysis of the doctrine of Advaita Vedanta, with the help of various core texts.

Keyword: *Brahma, Jagat̲, Upadana karaṇa, Nimitta karaṇa, Sat̲karyabada, Asat̲karyabada, Pariṇamabada, Bibartabada*

দর্শনের একটি বহুল চর্চিত বিষয় হলো জগৎ। তবে জগতের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা এটি অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের একটি অভিনব বিষয়। জীব ও পরম ব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার বা অদ্বয় ভাবনা, যা মুক্তির উপায় বলে অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত হয়েছে তা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন ভোক্তা জীব এই ভোগ্য এবং জগৎ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা বলে দৃঢ় নিশ্চয় হয়। অদ্বৈতবেদান্তীদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য জগত মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তীদের এরূপ সিদ্ধান্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন হয় সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় হয় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু হয় তাহলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জগত কী? বা দৃশ্যমান জগতের কারণ কী? এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক কেননা দার্শনিক চিন্তার জগতে সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন,জগতকে মিথ্যা বলা হলেও জগতকে অসৎ বলা হয় না কারণ তাহলে সর্বজনসিদ্ধ লোকব্যবহার ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই জগতের পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্তা স্বীকার না করলেও তার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে জগৎ হল ভ্রমীয় বিষয়। বস্তুতঃ অদ্বৈতবেদান্তমতে ভ্রমীয় বিষয় বাধিত বা মিথ্যা। বাধিত বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় ভ্রম জ্ঞানকে অদ্বৈতরা মিথ্যা বা অনির্বচনীয় বলেন। অদ্বৈতবেদান্তমতে জগত মুক্তি কালে বাধিত হয় বলে জগত এবং জগৎ বিষয়ক জ্ঞানও মিথ্যা। আর কোন সৎ পদার্থ থেকে এইরূপ জ্ঞান ও তার বিষয়ের উৎপত্তি অসম্ভব বলে এদের উপাদান কারণ রূপে অদ্বৈতবেদান্তরা অজ্ঞান নামক একটি মিথ্যা পদার্থ স্বীকার করেন। যেহেতু মিথ্যা উপাদান ব্যতিরেকে মিথ্যা জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয় তাই অদ্বৈতবেদান্তরা অজ্ঞানকে জগতের মূল উপাদান কারণ বলে থাকেন। এখন প্রশ্ন হবে অজ্ঞান কি জগতের উপাদান কারণ আর ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিরা বলেন, অজ্ঞান

জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম উপাদান কারণও নিমিত্ত কারণও উভয় হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বেদান্ত-পরিভাষায় দেখতে পাই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন,অবিদ্যা বা অজ্ঞান যখন ব্রহ্মকে আশ্রয় ও বিষয় করে তখনই ব্রহ্ম বিলাসের দ্বারা বা ইক্ষণ রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভূত- ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হয়। জগতের এই সৃষ্টি,স্থিতি এবং লয় কর্তৃত্ব হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অদ্বৈতবেদান্তমতে উপাদান কারণ দ্বিবিধ। যথা-পরিণামী উপাদান কারণ এবং বির্বত উপাদান কারণ। বস্তুর তত্ত্বতঃ অন্যরূপে যে প্রকাশ তা হল বিকার বা পরিণাম। আর বাস্তবিক অন্য প্রকার না হয়েও যে অন্যরূপে প্রকাশ তাকে বিবর্ত বলে। যেমন- রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পের উপাদান কারণ রজ্জু ও রজ্জুর অজ্ঞান উভয়ই। তবে রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত উপাদান কারণতা এবং রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানে সর্পের পরিণামি উপাদান কারণতা বিদ্যমান, অনুরূপভাবে ব্রহ্মে জগতের বিবর্ত উপাদান কারণতা ও ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞানে জগতের পরিণামি উপাদান কারণতা বিদ্যমান। এইভাবে বর্তমান প্রবন্ধে উপপাদনের চেষ্টা করা হবে যে, ব্রহ্মই হল জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

অদ্বৈতবেদান্তে মুক্তির উপায় হিসেবে জীব ও পরমব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার বা অদ্বয়ভাবনা বর্ণিত হলেও, তা কেবল তখনই সম্ভব হয় কেবল-যদি ভোক্তা জীবের এই ভোগ্য এবং জগত প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা বলে দৃঢ় নিশ্চয় হয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এটাই অদ্বৈতবেদান্তিদের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতবেদান্তীদের এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তাহলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জগত কী? বা দৃশ্যমান জগতের কারণ কী? আর এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক কেননা, দার্শনিক চিন্তার জগতে সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ শৃঙ্খল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারতীয় দর্শনে আমরা কার্য-কারণ বিষয়ে মূলত দুটি দিকের উল্লেখ পাই, যথা- সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে। অসৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্য অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে না। সৎকার্যবাদের আবার দুটি দিক আছে। যথা-পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। এখন আমরা সৎকার্যবাদের উভয় দিককে জানার প্রতি মনযোগী হব।

সৎকার্যবাদের দুটি দিকের মধ্যে পরিণামবাদ অনুসারে, কারণের পরিণাম হচ্ছে কার্য এবং কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। কারণে যা অব্যক্ত রূপে বর্তমান কার্যে তা ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়। কারণে যা সুক্ষ্মরূপে থাকে কার্যে তারই স্থূলতা প্রাপ্তি হয় মাত্র। যেমন- মৃত্তিকা হল কারণ এবং ঘট হল কার্য। মৃত্তিকা যথার্থই ঘটে পরিণত হয়। তেমনি তন্তু থেকে যখন পট উৎপন্ন হয় তখন তন্তু প্রকৃতই পটে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের সমর্থক দর্শন সম্প্রদায় হল সাংখ্য, যোগ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। সৎকার্যবাদ-ই পরিণামবাদের ভিত্তি। কার্যবর্গ এইমতে উপাদান কারণেরই পরিণাম মাত্র।

অদ্বৈতবাদীরা পরিণামবাদের মূলসূত্র গ্রহণ করলেও সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ অথবা বৈষ্ণববেদান্তীদের পরিণামবাদ অনুমোদন করেন নাই। তিনি সৎকার্যবাদের পরিবর্তে সদবিবর্তনবাদ বা সৎকারণবাদ সমর্থন করেছেন এবং কার্যবর্গকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। ব্রহ্ম পরিণামবাদী বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলেন, পরমব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং দৃশ্যমান জগৎ হল ব্রহ্মের পরিণাম। মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, পরমব্রহ্ম ও সেইরূপ জগৎরূপে পরিণত হয়। এবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জয়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতি এবং এই শ্রুতির ভিত্তিতে রচিত - "জন্মাদ্যস্য যতঃ"[১] প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এই ব্রহ্মসূত্রেও জগতের উপাদান ব্রহ্মের এইরূপে জগদাকারে পরিণামের কথা বলা হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তী আচার্য শঙ্কর ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মের জগৎ উপাদানত্ব প্রকারন্তরে সমর্থন করেছেন এবং তারপক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, সোনা যেমন স্বর্ণময় ভূষণে পরিণত হয় প্রভৃতির উল্লেখ করেন। তবে বিবর্তবাদী শঙ্করাচার্যের মতে, উক্ত পরিণাম সকল সত্য নয়, মিথ্যা । কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা; মাটিই সত্য, ঘট মিথ্যা; ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। এ বিষয়ে বলা হয় -

'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'

ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ও জাগতিক ঘট প্রমুখ বস্তুসকল মিথ্যা এবং তাদের উপাদান মাটি প্রভৃতি সত্য, এরূপ ব্যক্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, ঘট প্রভৃতি মৃন্ময় বস্তুর উপাদান মাটি, এই উপাদানরূপ মাটি, শরা প্রভৃতি রূপে রূপায়িত হয়ে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। আবার সোনার বিশেষ বিশেষ আকারকে কখনও হার বলি, কখনও বালা প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকি কিন্তু এই সমস্ত বস্তুর উপাদান হল সোনা। উপাদানরূপ সোনা বা মাটিকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ঘট বা বালা সত্য নয়। কজেই বিশেষ বিশেষ বস্তুকে সত্য বলতে হলে তাদের উপাদানকে আগে সত্য বলতে হবে। আবার যেখানে বলা হয়, কাপড় সূতোর এক প্রকার বিশেষ অবস্থা সেখানে সৎকার্যবাদীরা ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাপড়ের উপাদান সূতাকেও যেমন সত্য বলা হয়েছে, তেমনি লজ্জানিবারণকারী বস্ত্রকেও সেরূপ সত্য বলেছেন। তবে এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তীরা স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, যখন কাপড়ের উপাদান সূতোগুলি বিশেষ এক প্রকার সংযোগ সূত্রে গ্রোথিত হলে, তখন সূতো গুলিকে আমরা কাপড় বলে থাকি। তবে পরস্পরের গ্রথিত সূতোগুলি খুলে নিলে, কাপড়কে তার উপাদান অর্থাৎ সূতোর মতো সত্য বলতে হবে এরূপ যুক্তি নেই অদ্বৈতবেদান্তীদের কাছে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন দড়িকে সাপ রূপে দেখে লোকে চিৎকার করে ভয়ে কাঁপতে থাকে, প্রভৃতি এইজন্য রজ্জুসর্পকে সত্য বলা যায় কি? কাজেই দেখা যায় যে কোনো প্রকার কার্যকারিতা থাকলেই তাকে সত্য বলা যায় না। তবে মিথ্যা রূপ রজ্জুতে সর্প প্রভৃতির কার্যকারিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সত্য বলতে বস্তুর অপরিবর্তনশীল ধর্মকে বোঝায়। আর এইরূপ সত্যতা কেবল উপাদানেরই আছে। ফলে অদ্বৈতবেদান্তীরা উপাদানকেই কেবল সত্য বলেন, উপাদেয় হল মিথ্যা। কাজেই উক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী মাটিই সত্য, ঘট প্রভৃতি সত্য নয়। তবে ঘট প্রভৃতিকে সত্য বলতে হলে তাদের উপাদান মাটি রূপেই তা সত্য হয়ে থাকে ঘট প্রভৃতি কার্যরূপে সত্য নয়। এক্ষেত্রে দেখা গেল যে অদ্বৈতবেদান্তীরা 'কার্য কারণেরই অবস্থান্তর' এই মূলসূত্র অনুসরণ করে সৎকারণবাদ বা কার্যমিথ্যাত্ববাদকে সমর্থন করেন।

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত সৎকারণবাদের কথা আমরা ব্রহ্মসূত্রে পায় –

'তদনন্যত্বমারম্ভন শব্দাদিভ্যঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ ।

আবার এই আরম্ভণাধিকরণের উল্লেখ আমরা শাঙ্করাভাষ্য ভামতী প্রভৃতিতে দেখা যায়। অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অনন্য পদটির ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র তার ভামতীতে বলেন –

'ন খল্বনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ,
কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ' । ব্রঃ সূঃ ভামতী – ২।১।১

উক্ত অনন্য শব্দটির অর্থ এখানে আমরা কার্য ও কারণের অভেদকে না বুঝে তাদের ভেদের নিষধকে বুঝব। আর এই উভয়ের ভেদের নিষেধের দ্বারা অদ্বৈতীরা বলতে চান যে, কারণের সত্যতা ব্যতীত কার্যের কোনো নিজস্ব সত্যতা নেই। এরূপ অবস্থায় কার্যকে কার্যরূপে সত্য বলার অর্থ নেই।

আবার আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখতে পায় –

'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'। ছান্দোগ্য, উপ, ৬।১।১

উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' মাটিই কেবল সত্য, এরূপ কথার দ্বারা এটাই বোঝানো হয় যে, কার্য সকল বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হলে ও ঐ নাম রূপময় কার্যবর্গ সত্য নয়, মিথ্যা, এদের মাটি রূপ উপাদানই কেবল সত্য।

উক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল ঘটাদি রূপ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ কার্যবিশেষ। আর যেহেতু তারা কার্য তাই তাদের কারণ অবশ্য বর্তমান। যেমন ঘট রূপ কার্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঘটার্থী কুম্ভকার মৃত্তিকা, দন্ড, চক্র প্রভৃতির সাহায্যে কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটাখ্য একটি মৃণ্ময় দ্রব্য নির্মাণ করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কার্যমাত্রই একাধিক কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যা কার্যের নিয়ত পূর্ববতী এবং যা অন্যথাসিদ্ধ নয় তাকেই নৈয়ায়িকরা কারণ বলেন, আবার সাংখ্য দর্শনে কারণতা বিশিষ্ট বস্তুকে নিমিত্ত এবং উপাদান ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। যে কারণে কার্যটি উৎপন্ন হয়ে আশ্রিত থাকে তাকে উপাদান এবং তদ্ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলা হয়। নিমিত্ত কারণই কারণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় ঘটের ক্ষেত্রে কুম্ভকারই নিমিত্তকারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ। এরূপ জানার তার স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন হয় তাহলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণে কে? বা উপাদান কারণ কে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য সদানন্দযোগীন্দ্র বলেন –

"অজ্ঞানোপহিতনং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং স্বোপাধিপ্রধানতয়া উপাদানং চভবতি"[২]

অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য স্বপ্রধান বা চৈতন্যপ্রধানরূপে নিমিত্তকারণ হন এবং নিজের উপাধি বা অজ্ঞানরূপে শরীরপ্রধানরূপে উপাদানকারণ হন। কিন্তু নৈয়ায়িকরা এখানে আপত্তি করতে পারেন যে, নিমিত্ত ও উপাদানকে তো সর্বত্র আলদা করেই পাওয়া যায়, তাছাড়া চেতন কি করে কার্যের সাক্ষাৎ উপাদান হবেন? জড়ের উপাদনত্ব তো প্রসিদ্ধ। সাংখ্যমতে যা পরিণামী তাই উপাদান। অপরিণামীর অধিকারী চৈতন্য জগতের উপাদান হবে কোন যুক্তিতে? তাই সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান বলে। 'ব্রহ্মসূত্রনম্' গ্রন্থে এ বিষয়ে বলা হয়-

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"

উক্তসূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয় ব্রহ্ম জগতের কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারন নয়, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণও। উক্ত সূত্রের পূর্বপক্ষের মত আচার্য শঙ্কর বলেন –

"তত্র নিমিত্তকারণম্ এব তাবৎ কেবলং স্যাৎ ইতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ? ইক্ষাপূর্বক কতৃত্বশ্রবনাৎ।
...ইক্ষাপূর্বকং চ কর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষু এব কুলালাদিষু দৃষ্টম্" ।[৩]

অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর মত হল ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণই শুধু হতে পারেন, উপাদান কারণ নয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের এই জগৎ কর্তৃত্ব বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতির সমর্থনও পাওয়া যায় যেমন "স ইক্ষাং চক্রে" (প্রশ্নঃ উঃ ৬.৩), "সঃ প্রণাম অসৃজত" (ঐ ৬.৪) ইত্যাদি। আর ঈক্ষণ পূর্বক মানে কোন বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করে যে কর্তৃত্ব। যেমন ঘটাদি কার্যের প্রক্ষিতে ইক্ষণপূর্বক কর্তৃত্বটি ঘটাদির প্রতি কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্তকারণসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। আচার্য সদানন্দযোগীন্দ্র উক্ত নৈয়ায়িক মত মানেন না, তিনি বলেছেন যে, ঘটাদি কার্যের ক্ষেত্রে নিমিত্ত এবং উপাদান পরস্পর ভিন্ন, এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে এরূপ কোন নিয়ম করা যায় না যে, সবসময় কার্যের উপাদান থেকে নিমিত্ত কারণটি ভিন্নই হবে। একই বস্তু যে নিমিত্ত এবং উপাদান থেকে পারে তা লূতা অর্থাৎ মাকড়সার দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হয়। মাকড়সা যে জাল তৈরী করে তার প্রতি মাকড়সাই নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়কারণ হয়ে থাকে। সে বহিঃতত্ত্ব বা তুরী বেমা প্রভৃতি নিমিত্তান্তরের সাহায্য ছাড়াই কেবল স্বশরীর-পরিণাম লালাকে আতানবিতানক্রমে গ্রথিত করে সুদৃশ্য জাল রচনা করে থাকে। অতএব, অন্যসহায়হীন মাকড়সাকেই জালের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলতে হয়। এস্থলে এটাও নিরূপিত হয় যে, যেস্থলে কর্তা কার্য-সম্পাদনে বহির্বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করে সেখানেই নিমিত্ত (কর্তা) এবং উপাদান পরস্পর ভিন্ন হয়; তদ্ভিন্নস্থলে উক্ত কারণদ্বয় অভিন্নই হয়। যেমন, লুতা সেরূপ ঈশ্বর জগদ্রচনায় বহির্বস্তুর অপেক্ষা করেন না। যথা - 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ'-শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বে এক সদাখ্যা দেবতাই বিদ্যমান ছিলেন, ফলে জগৎসর্জনে বস্তুন্তরের গ্রহণ সম্ভবই হয় না। অতএব ঈশ্বর ছাড়া আর কে উপাদান হবে? যদি আশঙ্কা করা হয় যে, চেতন ঈশ্বর কি প্রকারে জগদাকার প্রাপ্ত হলেন? নিরবয়ব চৈতন্যের তো কখনো পরিণাম দেখা যায় না, তা মুক্তিতঃ প্রাপ্তও হওয়া যায় না?- তার উত্তরে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন যে, ঈশ্বর স্বশরীর সমষ্ট্যজ্ঞান-সহায়ে জগদাকারে পরিণত হয়েছেন। অর্থাৎ পূর্বে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের দুইটি অংশ-চৈতন্য এবং অজ্ঞান। চৈতন্যাংশ অবিকারী থাকিলেও অজ্ঞান-অংশ জগদাকারে পরিণত হতে পারে। অতএব, পরিণামের প্রতি শরীরই প্রধান; কিন্তু শরীরী ছাড়া কেবল শরীরের পরিণাম হয় না। এজন্য ঈশ্বরকে শরীর-প্রধানরূপে উপাদান বলা হইয়াছে। আর কার্যানুকূল যে জ্ঞান তাহা চৈতন্যেরই ধর্ম; কিন্তু তাহা শরীর-নিরপেক্ষ চৈতন্যে সম্ভব হয় না। এজন্য কার্যানুকূলজ্ঞানবত্ত্বরূপ যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তার প্রতি চৈতন্যকেই প্রধান কারণ বলা হয়েছে। তিনি করণহীন হয়েও কর্তা 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা স পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' শ্রুতিতে তার জ্ঞানে করণাদিসাপেক্ষতা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি যে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলেছেন তা শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি ব্রহ্মকে কেবল জগন্নিমিত্ত বলেনি, 'তজ্জলান্' ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে তদুপাদানও বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলা হয়েছে, যা থেকে ভূতসমূহ জন্মে, জন্মিয়া যাতে অবস্থান করে, এবং বিনাশকালে যাতে উপসংহৃত হয়, তাকে জানো, তিনিই ব্রহ্ম। উর্ণনাভি যেরূপ (নিজের দ্বারা) জাল বয়ন করে, আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে তা নিজ মধ্যে সংহৃত করে, যেমনভাবে পৃথিবীতে ওষধিসকল আবির্ভূত হয়, অথবা যেরূপে চেতন পুরুষ থেকে অচেতন কেশলোমাদি উদ্ভুত হয়, সেরূপভাবেই অক্ষর পুরুষ থেকে এই বিচিত্র জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়েছে। 'তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্'। 'জনিকর্তৃঃ প্রকৃতিঃ'-সূত্রের বৃত্তিতে দীক্ষিত বলেছেন, জায়মানের যেটি হেতু সেটি অপাদান, তাতে পঞ্চমী হয়। অতএব 'অক্ষরাৎ' শব্দে যে পঞ্চমী তা তার প্রকৃতিত্ববোধক। ভাষ্যকারও বলেছেন,- 'যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ প্রলীয়তে তৎ তস্য উপাদানং প্রসিদ্ধম্। 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্তৃত্ব-কর্মত্বের একাশ্রয়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। 'সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ' 'নিরুক্তম্

অনিরুক্তং চ' প্রভৃতিশ্রুতিও ব্রহ্মের উপাদানত্ববোধক। 'কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্'-শ্রুতিস্থ 'যোনি' পদ ঈশ্বরের উপাদানত্বকে স্পষ্টতঃ প্রতিপাদন করেছে। এই ঈশ্বর অনুমানলভ্যও নহে; কিন্তু নির্দোষ, অপৌরুষেয় আগম-প্রতিপাদ্য। আর সেই আগম যখন ঈশ্বর থেকে জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই প্রলয় বর্ণনা করেছেন তখন তাকে অবশ্যই যুগপৎ নিমিত্ত এবং উপাদান স্বীকার করতে হবে। অন্যদিকে মিস্ত্রিমশাই যখন টেবিল তৈরী করেন তখন নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে নেন। তাই বলা চলে যে, যে স্থলে কর্তা কার্য সম্পাদনের জন্য বর্হিবস্তুর সাহায্যে নেন সে স্থলে তিনি নিমিত্তর্কতা। এরকম ক্ষেত্রেই নিমিত্ত এবং উপাদান পরস্পর আলদা হয়ে থাকে, কিন্তু এছাড়া অন্যস্থলে নিমিত্ত উপাদান অভিন্ন হতে কোন অসুবিধা নেই।

বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায় যে, ঈশ্বরের দুটি অংশ আছে। যথা চৈতন্য ও অজ্ঞান। কাজেই ঈশ্বরের চৈতন্যাংশ যদি অধিকারী থাকে তবু ও অজ্ঞান অংশ জগৎ আকারে পরিণত হতে পারে। তাই আশঙ্কা হতে পারে যে, নিরাবয়ব চৈতন্যের তো কোথাও পরিণাম দেখা যায় না, তাহলে চেতন ঈশ্বর কি করে জগদাকার প্রাপ্ত হবে? উত্তরে বলা হয় বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরকে শরীর প্রধানরূপে উপাদান বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে কার্যানুকূল যে জ্ঞান তা চৈতন্যেরই ধর্ম; কিন্তু সেটাও শরীর নিরপেক্ষ চৈতন্য সম্ভাবিত হয় না। এজন্য কার্যানুকূলজ্ঞানবত্বরূপ যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তার প্রতি চৈতন্যকেই বলা হয় প্রধান কারণ।

নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলেন কিন্তু বেদান্তী মতে, নৈয়ায়িকের এরূপ মত শ্রুতি বিরুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বলেছেন। তেমনি 'তজ্জলান্' ইত্যাদি বাক্যে উপাদান কারণ ও বলেছেন। পূর্বে ঈশ্বরকে শরীর প্রধানরূপে যে উপাদান বলা হল যে, অজ্ঞান যাঁর শরীর সেই ঈশ্বরের চৈতন্য পরম্পরা সম্বন্ধে উপাদান। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরকেই অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান বলেছেন, আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র তার বেদান্তসার গ্রন্থে সেই মতই অনুসরন করেন। মধুসূদন সরস্বতী এ প্রসঙ্গে বলেন, ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে পরম্পরায় উপাদান হলেও বির্বতাধিনিষ্ঠরূপে সাক্ষাৎ উপাদান।

এখন প্রশ্ন হবে অজ্ঞান কী জগতের উপাদান কারণ আর ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, অজ্ঞান জগতের উপাদান কারণ, ব্রহ্ম উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। এ প্রসঙ্গে আমরা বেদান্তপরিভাষায় দেখতে পাই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র মঙ্গল শ্লোকে বলেছেন –

"যদ্যাবিদ্যাবিলাসেন ভূত-ভৌতিক সৃষ্টয়ঃ।
তং নোমি পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম"।।[৪]

অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞান যখন ব্রহ্মকে আশ্রয় ও বিষয় করে তখনই ব্রহ্ম বিলাসের দ্বারা বা ঈক্ষণ রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভূত-ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হয়। জগতের এই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কতৃক হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ হল সেই লক্ষণ যা লক্ষ্য বস্তু যতকাল থাকে তাতে ততদিন না থেকে ও লক্ষ্য বস্তুকে তদভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অদ্বৈতবেদান্তমতে উপাদান কারণ দ্বিবিধ যথা পরিণামী উপাদান কারণ এবং বির্বত উপাদান কারণ। 'সতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথা' কে বিকার বা পরিণাম বলে। আর 'অতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথাকে' বিবর্ত বলে। অর্থাৎ বস্তুর তত্ত্বতঃ অন্যরূপে যে প্রকাশ তাহল বিকার বা পরিণাম। আর বাস্তবিক অন্যপ্রকার না হয়েও যে অন্যরূপে প্রকাশ তাকে বিবর্ত বলে। যেমন– রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পের উপাদান কারণ রজ্জু ও রজ্জুর অজ্ঞান উভয়ই। তবে রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত উপাদান কারণতা এবং রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান সর্পের পরিণামী উপাদান কারণতা বিদ্যমান অনুরূপভাবে, ব্রহ্মে জগতের বিবর্ত উপাদান কারণতা ও ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞানে জগতের পরিণামী উপাদান কারণতা বিদ্যমান। সুতরাং ব্রহ্মই হল জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

তথ্যসূত্র:

১. বাদরায়ণ, '*ব্রহ্মসূত্র*', চিদঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ৯৬।
২. সদানন্দ, যোগীন্দ্র, '*বেদান্তসার*', বিপদজ্জনক পাল সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১১৬।
৩. সদানন্দ, যোগীন্দ্র, '*বেদান্তসার*', লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১২৮।
৪. অধরীন্দ্র, ধর্মরাজ, '*বেদান্ত-পরিভাষা*', পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা- ১।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. অধরীন্দ্র, ধর্মরাজ, *বেদান্ত-পরিভাষা*, পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।
2. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।
3. বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র*, চিদঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯১৯।
4. যোগীন্দ্র, সদানন্দ, *বেদান্তসার*, বিপদজ্জনক পাল সম্পাদিত, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮২।
5. যোগীন্দ্র, সদানন্দ, *বেদান্তসার*, লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১।
6. সন্তোষানন্দ, স্বামী *উপনিষৎ-সংকলন*, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, ২০১৬।